

## ১৪তম তারাবীহ

১৪তম তারাবীহতে কুরআনের পঠিতব্য অংশ হলো ১৭ নম্বর পারা। এ পারায় রয়েছে সূরা আশ্বিয়া ও সূরা হাজ্জ।

### ঘটনাবলি

সূরা তুল আশ্বিয়া অর্থ নবীগণের সূরা। এই সূরায় আঠারোজন নবীর আলোচনা এসেছে তাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তাদের দাওয়াতের পথ ও পদ্ধতি উঠে এসেছে এই সূরায়। শুরুতেই আলোচিত হয়েছে ইবরাহীম (আ.)-এর দাওয়াতের অভূতপূর্ব কৌশলের বর্ণনা। বিচক্ষণতার সাথে, অভিনব পন্থায় তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া ছিল ইবরাহীম (আ.)-এর অনন্য বৈশিষ্ট্য। নিজের পিতা ও সৃজাতিকে শিরক ছেড়ে একত্ববাদের পথে আহ্বান করলে তারা বাপদাদার ধর্মের অজুহাত দেয়। ইবরাহীম (আ.) বলেন, বাপদাদা ভুল করলেও কি তাদের অনুসরণ করতে হবে? শত চেষ্টার পরেও তাদের চোখ থেকে ভ্রান্তির পর্দা না সরলে ইবরাহীম (আ.) এক কৌশলের আশ্রয় নেন। একদিন তাদের উপাসনালয়ের সবগুলো প্রতিমা ভেঙে শুধু বড় প্রতিমাকে অক্ষত রাখেন। লোকেরা ইবরাহীমকে প্রতিমা ভাঙার অপরাধে অভিযুক্ত করে। ইবরাহীম (আ.) বলেন, তোমাদের বড় প্রতিমাকেই জিজ্ঞেস করো যে, কে তাদের ভেঙেছে! তখন তারা বলে, প্রতিমা কি কথা বলতে পারে! ইবরাহীম (আ.) বলেন, তোমরা কি এমন প্রভু উপাসনা করো, যে তোমাদের উপকার কিংবা ক্ষতি কোনোটাই করতে পারে না!

ইবরাহীম (আ.)-এর যুক্তির কাছে তারা হেরে যায় এবং ক্ষিপ্ত হয়ে তারা ইবরাহীমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। মহান আল্লাহ আগুনকে ইবরাহীমের জন্য শীতল ও শান্তি হওয়ার নির্দেশ দেন। আগুন আল্লাহর নির্দেশ পালন করে আর লোকদের হত্যাপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর মহান আল্লাহ ইবরাহীম ও লূত (আ.)-কে পাপিষ্ঠদের হাত থেকে রক্ষা করে বরকতময় ভূমিতে (ফিলিস্তিন) নিয়ে যান। নূহ (আ.) এবং তার অনুসারীদেরকেও তিনি রক্ষা করেন। ২১/৫১-৭৭

দাউদ (আ.) একাধারে ছিলেন শাসক ও আল্লাহর নবী। সুলাইমান (আ.) ছিলেন দাউদ (আ.)-এর ছেলে। তিনিও ছিলেন শাসক ও নবী। তাদের সময়ের একটি ঘটনা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। একজনের মেঘপাল অপরজনের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে। ফসলের মালিক বিচার নিয়ে আসে দাউদ (আ.)-এর কাছে। ফসল নষ্টের এই মামলায় দাউদ

(আ.) যথাযথ রায় দেওয়ার পর সুলাইমান (আ.) চমৎকার আপসরফার উপায় বাতলে দেন। সেটার প্রশংসা করা হয় কুরআনে। উভয়কে জ্ঞান ও ইনসায়ফভিত্তিক বিচারের তাওফীকের পাশাপাশি সুলাইমানকে সূক্ষ্ম জ্ঞানদানের ইজ্জিত দেন আল্লাহ। পিতাপুত্র উভয়কে আল্লাহ অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন। দাউদ (আ.)-এর হাতে লোহা পানির মতো গলে যেত। এ ছিল তার মুজিয়া। তিনি আল্লাহর কাছ থেকে সামরিক পোশাক, অস্ত্র তৈরির বিদ্যা লাভ করেন। সুলাইমান (আ.)-এর জন্য বাতাসকে বশীভূত করা দেওয়া হয়। বাতাসে ভর করে তিনি যেখানে খুশি যেতে পারতেন। বাতাসের মতো জিনরাও ছিল তার অনুগত। অন্যান্য নির্দেশ পালনের পাশাপাশি জিনেরা আল্লাহর এই নবীর জন্য ডুবুরি হয়ে কাজ করত। ২১/৭৮-৮২

আইয়ুব (আ.)-কে দুরারোগ্য ব্যাধি দিয়ে পরীক্ষা করেন আল্লাহ। আল্লাহর এই নবী অধৈর্য না হয়ে বিনয়ের সাথে সুস্থতার দোয়া করলে আল্লাহ তাকে রোগমুক্তি দান করেন। ইউনুস (আ.) আল্লাহর নির্দেশের পূর্বেই অবাধ্যদের জনপদ ত্যাগ করে মাছের পেটে প্রবেশের মতো মহাবিপদের মুখোমুখি হন। এরপর আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে ভুলস্বীকারের মাধ্যমে তিনি বিপদ থেকে রক্ষা পান। উল্লিখিত ঘটনাবলি ছাড়াও যাকারিয়া (আ.)-কে বৃদ্ধ বয়সে সন্তান দান এবং মারইয়ামের সত্যিত্বের সাক্ষ্য ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে আজকের তিলাওয়াতকৃত অংশে। ২১/৮৩-৯১

এছাড়াও সূরা আশ্বিয়ার ভেতর ইসহাক, ইয়াকুব, আইয়ুব, ইসমাইল, ইদরীস, যুলকিফল (আলাইহিমুস সালাম)-এর প্রশংসা করা হয়েছে। সূরা হাজ্জের ভেতর হজের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। কাবা পুনর্নির্মাণ এবং আবাদের পর আল্লাহর নির্দেশে (মক্কার পাহাড় চূড়া থেকে) হজের ঘোষণা দেন ইবরাহীম (আ.)। সেই আহ্বান বিশ্বময় পৌঁছে যাওয়া এবং দূর-দুরান্ত থেকে বিভিন্ন বাহনে চড়ে বিশ্ববাসীর হজের উদ্দেশে কাবায় আসার সুসংবাদ ও ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এই সূরায়। ২২/২৬-২৭

### ঈমান-আকীদা

সূরা আশ্বিয়ার অনেকগুলো আয়াতে তাওহীদের গুরুত্ব ও যৌক্তিকতা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ পৃথিবীতে যত রাসূল প্রেরণ করেছেন একত্ববাদের আহ্বানের জয়গায় সকলেই ছিলেন অভিন্ন। ২১/২৫

সৃষ্টিজগতের নিপুণ ব্যবস্থাপনা প্রমাণ করে, মহান আল্লাহ সৃষ্টিজগতের একমাত্র অধিপতি। একাধিক অধিপতি থাকলে মতবিরোধে এতদিন তা ধ্বংস হয়ে যেত। আল্লাহ বলেন, ‘যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদ থাকত, তবে (মতবিরোধের কারণে) উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং তারা যা বলছে, আরশের মালিক আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র’। ২১/২২



মহান আল্লাহ সবকিছুর মালিক। সকল কিছুই তার সৃষ্টি। তিনি জবাবদিহিতার উদ্দেশ্যে প্রজ্ঞা ও হিকমাহর আলোকে তিনি যা খুশি করেন। কারো কাছে জবাবদিহিতার দায়বদ্ধতা তার নেই, তবে সবাইকে তার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ২১/২৩

‘মীযান’ ইসলামী আকীদার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুযজ্ঞ। মীযান অর্থ পরিমাপের মাধ্যম। মহান আল্লাহ বলেন, ‘কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ানুগ তুলাদণ্ড স্থাপন করব। ফলে কারো প্রতি কোনো জুলুম করা হবে না। যদি কোনো কাজ তিল পরিমাণও হয়, তবে তাও আমি উপস্থিত করব। হিসাব গ্রহণের জন্য আমিই যথেষ্ট’। ২১/৪৭

যারা পুনরুত্থানকে অসম্ভব মনে করেন, মহান আল্লাহ তাদেরকে নিজেদের সৃষ্টি-প্রক্রিয়া ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে গবেষণা করতে বলেছেন। মানুষকে তিনি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এরপর ধাপে ধাপে শূক্রবিন্দু, জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেন। অতঃপর মাতৃগর্ভে নির্দিষ্ট সময় অবস্থানের পর শিশু হিসেবে ভূমিষ্ঠ করান, যেন পরিণত মানুষ হতে পারে। এই শিশুকে একটা সময় আবার বার্ধক্যে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যা অনেকটা শৈশবের মতোই। এছাড়া ভূমি শুকিয়ে নিষ্প্রাণ হলে আল্লাহ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে তাতে নবজীবন দান করেন। তখন সেই নিষ্প্রাণ ভূমি বৃক্ষরাজি ও গুল্মলতায় ভরে ওঠে। যিনি এই সুনিপুণ প্রক্রিয়ায় মানুষ সৃষ্টি ও নিষ্প্রাণ ভূমিতে প্রাণ সঞ্চার করেন, তার পক্ষে কি পুনরুত্থান অসম্ভব? ২২/৫

### আদেশ-নিষেধ

- একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ২১/২৫
- মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন, নিজে সৎকার্য সম্পাদন এবং সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় করা। ২১/৭৩
- কুরবানীকৃত পশু হতে নিজেরা আহার করা ও অভাবগ্রস্তদের আহার করানো। ২২/২৮
- মানত পূর্ণ করা। ২২/২৯
- কাবাঘর তাওয়াফ করা। ২২/২৯
- প্রতিমা পূজার অপবিত্রতা থেকে দূরে থাকা। ২২/৩০
- মিথ্যা কথা পরিহার করা। ২২/৩০
- আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা। ২২/৩৪
- বিনীত ও সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দেওয়া। ২২/৩৪, ৩৭
- রুকু, সিজদা, রবের ইবাদত এবং সৎকর্ম করা। ২২/৭৭

- আল্লাহর রাস্তায় যথাযথভাবে জিহাদ করা। ২২/৭৮
- আল্লাহকে মজবুতভাবে অবলম্বন করা। ২২/৭৮
- আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করা। ২২/২৬

### বিধি-বিধান

হাযের নির্দেশ, কুরবানী ও মানত পূর্ণ করার বিধান নাযিল হয়েছে। ২২/২৭-২৯

কুরবানীর গোশত নিজে আহার করা এবং ধৈর্যশীল অভাবী ও যাঞ্ছাকারী অভাবীকে খাওয়ানো উত্তম। ২২/৩৬

সূরা হাযের শেষ আয়াতে ইসলামী ফিকহের গুরুত্বপূর্ণ একটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। সেটি হলো, মহান আল্লাহ দীনের মধ্যে এমন কিছু দেননি, যার দ্বারা মানুষ সংকটে নিপতিত হতে পারে। এই মূলনীতির ভিত্তিতে ফকীহগণ বহু মাসআলা উদঘাটন করেছেন। ২২/৭৮

দীর্ঘদিনের ধৈর্যের নির্দেশনার পর নিপীড়িত মানুষের জন্য কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রথম অনুমোদন। ২২/৩৯

### হালাল-হারাম

কুরআন-বর্ণিত হারামের তালিকা বাদে বাকি সব চতুষ্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে। ২২/৩০

### কিয়ামত কতটা কাছে

সূরা আশ্বিয়ার প্রথম আয়াতে হিসাবের দিন তথা কিয়ামত ঘনিজে আসা সত্ত্বেও সে ব্যাপারে মানুষের উদাসীনতা উল্লেখ করে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন মহান আল্লাহ। পৃথিবীর মোট আয়ুর তুলনায় কিয়ামত অতি নিকটে, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রিয় নবীর ওফাতের পর পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বড় ঘটনা হলো মহাপ্রলয় ও কিয়ামত।

### মহাপ্রলয় কেমন হবে?

সূরা হাযের প্রথম ও দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, মহাপ্রলয় ও কিয়ামতের কম্পন হবে পৃথিবীর ইতিহাসের মহাঘটনা ও সাংঘাতিক বিষয়। সেদিন পৃথিবীর অবস্থা এমন ভয়ংকর হবে, মা দুধের সন্তানকে ভুলে যাবে, গর্ভবতী নারীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। মানুষ নেশাগ্রস্তের মত দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করবে, অথচ তারা কেউই নেশাগ্রস্ত নয়। মূলত আল্লাহর আযাব খুবই কঠিন।



### ফজীলত ও মর্যাদা

কিয়ামতের দিন রাসূল (সা.) উম্মত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন যে, তারা তার প্রতি ঈমান এনেছিল। আর তার উম্মত অন্যান্য নবীদের ব্যাপারে (কুরআনে বর্ণিত ইতিহাস সূত্রে) সাক্ষ্য দেবে যে, তারা আল্লাহর বাণী মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছিলেন। এ থেকে উম্মতে মুহাম্মাদিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। ২২/৭৮

ঈমান ও নেক আমলকারীদের মর্যাদা ও পুরস্কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জাহান্নামের আযাব থেকে দূরে থাকবে এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী নিয়ামত ভোগ করা কিয়ামত দিনের দৃষ্টিতে থেকে তারা মুক্ত থাকবে এবং ফেরেশতাদের অভ্যর্থনা লাভ করবে। ২১/১০১-১০৩

### আল্লাহ যাদেরকে অপছন্দ করেন

আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। ২২/৩৮

### জাহান্নামের ভয়াবহতা

আজকের তিলাওয়াতকৃত উভয় সূরার একাধিক স্থানে জাহান্নামের ভয়াবহতার রূপে তুলে ধরা হয়েছে। এসব বিবরণ ঈমানদারদের ঈমানকে জাগ্রত করে। ২১/৯৮-১০০, ২২/১৯-২২

### তিনি জগৎসমূহের জন্য রহমত

মহান আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.)-কে বিশ্ববাসীর জন্য অনুগ্রহের আধার ও রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। ২১/১০৭

### সুসংবাদ ও সতর্কতা

মুখবিতদের জন্য সুসংবাদ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহ। মুখবিত হলেন তারা আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর বিগলিত হয়, যারা বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করে, সাক্ষ্য কার্যে মনোযোগ করে এবং আল্লাহর দেওয়া রিযিক থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ব্যয় করে। ২২/৩৪

সৎকর্মশীলদেরকেও সুসংবাদ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২২/৩৭

মহান আল্লাহ ঈমানদার, সৎকর্মশীল, মুহাজির ও শহীদদেরকে নিয়ামতে ভরা জাহান্নামে উত্তম রিযিক এবং তুষ্ট হওয়ার মতো স্থানে প্রবেশ করাবেন। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসীদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। ২২/৫৬-৫৯

### আজকের শিক্ষা

আল্লাহ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী। তার সাহায্য থাকলে কোনো বস্তুই মানুষের ক্ষতিসাধন করতে পারে না। যেমন আগুন ইবরাহীমকে (আ.) পোড়াতে পারেনি। ২১/৬৯

মানুষকে মহান আল্লাহ ত্বরাপ্রবণ করে সৃষ্টি করেছেন। মানবীয় এই দুর্বলতার কথা স্মরণ রেখে চলতে পারলে প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করা সহজ হয়। এই অভ্যাস অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি থেকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। ২১/৩৭

বাপদাদার অন্ধ অনুকরণ দোষনীয়। বাপদাদা করেছে তাই আমরাও করব, এই যুক্তি সব সময় সঠিক নাও হতে পারে। ২১/৫৩-৫৪

কুরবানীর মূল লক্ষ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি। কারণ, কুরবানীর পশুর গোশত, রক্ত কোনো কিছুই আল্লাহর নিকট পৌঁছে না। বরং আল্লাহর নিকট পৌঁছে শুধু আমাদের তাকওয়া। ২২/৩৭

ইবরাহীম (আ.)-এর দীন ও আদর্শ অনুসরণ করতে আমরা আদিষ্ট হয়েছি। তাকে (মুসলিমদের) পিতা বলা হয়েছে। তিনি আমাদেরকে মুসলিম নামে নামকরণ করেছেন। ২২/৭৮

### আজকের দোয়া

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

অর্থ: আপনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত। ২১/৮৭

আপদকালে ইউনুস (আ.) এই দোয়াটি পড়েছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, ‘একইভাবে আমি ঈমানদারদের মুক্ত করব।’

আইয়ুব (আ.) দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তির জন্য নিম্নোক্ত দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাকে মুক্ত করেন।

إِنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ

অর্থ: আমাকে দুঃখ-কষ্ট স্পর্শ করেছে। আর আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। ২১/৮৩

যাকারিয়া (আ.) নিম্নের দোয়া নিবেদন করে বৃদ্ধ বয়সে নেক সন্তান লাভ করেন :

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

অর্থ: হে আমার রব, আমাকে একা রেখে দিবেন না। আপনি সর্বোত্তম উত্তরাধিকারী। ২১/৮৯